দামুড়হুদায় অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহে মোবাইল কোর্টে অবৈধ ভাবে কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করায় উপজেলার চন্দ্রবাসের চিহ্নিত ভূমিদস্যু শাহ আলম সহ তিন ভূমি দস্যুর ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস। এ ঘটনায় এলাকাবাসী সাধুবাদ জানান। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামে কৃষি জমি থেকে অনুমোদন বিহীনভাবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মাটি উত্তোলন করায় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুযায়ী চন্দ্রবাস গ্রামের চিহ্নিত ভূমিদস্যু শাহ আলম সহ সর্বমোট তিনজনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস। এসময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানা ও নাটুদহ পুলিশ ক্যাম্পের সদস্য ও নাটুদহ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ইউএলএও।

অভিযান শেষে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস বলেন জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় সাবেক যুবলীগ নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আলমডাঙ্গায় সাবেক যুবলীগ নেতৃবৃন্দ এক মতবিনিময় সভা করেছেন। কেন্দ্রীয় যুবলীগের

দামুড়হুদায় আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় সম্পত্তি, বাল্যবিবাহ নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, চোরাচালান প্রতিরোধ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকারমুক্ত ও দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল রাখাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে চোরাকারবারিরা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে সেদিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে, নাশকতাকারীরা যেনো জ্বালাও পুড়াও করতে না পারে সেদিকে সর্বক্ষণ আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। উপজেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাভাবিক রয়েছে। এজন্য তিনি পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বর্তমান দেশের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রশাসন বদ্ধ পরিকর। তাই অপরাধ প্রবণতা বন্ধে ও আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নের পাশাপাশি সকল নাগরিককে ভূমিকা রাখতে হবে এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। অপরদিকে বাল্যবিবাহ ও মাদক প্রতিরোধে শক্ত অবস্থানে থাকার নির্দেশ দেন। বাল্যবিবাহ একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা, অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হয়। বাল্যবিবাহ মেয়েদের উপর স্বাস্থ্য সমস্যা সহ বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাল্য বিবাহের কারণে তাদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত হওয়া, সহিংসতা বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। উপজেলায় বিবাহ পরানোর কাজে নিয়োজিত কাজী ও ইমামদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সহ জবাব দিহিতায় রাখা হবে, উঠতি বয়সী তরুণ প্রজন্ম স্কুল পড়ুয়া কলেজ পড়ুয়া মরণব্যাধি মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ছে ধ্বংস হচ্ছে পরিবার-পরিজন, মাদকের বিরুদ্ধে আরো কঠোর হতে হবে ইউপি চেয়ারম্যান ও

ইউপি সদস্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের সচেতন হতে হবে তাহলে মাদক নির্মূল করা সম্ভব।

এসময় বক্তারা বলেন, উপজেলায় যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মত বিভিন্ন স্থানে ক্লিনিক খুলে অপারেশনের নামে চলছে রমরমা গলাকাটা বানিজ্য। এসব ক্লিনিকে নেই কোন ডিগ্রীধারী ডাক্তার ও নার্স। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ বলির পাঠা হচ্ছে। কয়েকদিন আগেও কার্পাসডাঙ্গা বাজারে একটি ক্লিনিকে একজন প্রসূতির মৃত্যু হয়। তাই অতি দ্রুত এসব ক্লিনিক গুলোকে আইনের আওতায় এনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান বক্তারা।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার তদন্ত ওসি মাহবুবুর রহমান, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, উপজেলার বিজিবি ক্যাম্পের প্রতিনিধি বৃন্দ, দামুড়হুদা উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার রাফেজা খাতুন, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোছা: মারিয়া মাহবুবা, উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামসুন্নাহার, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় চাচাশ্বশুরকে বিয়ের দাবিতে অনশনে গৃহবধূ

বিয়ের দাবিতে চাচাশ্বশুরের বাড়িতে দু’দিন ধরে অনশনে বসেছেন গৃহবধূ সামসুর নাহার (২৭)। বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন ওই নারী। তবে অনশনের খবর পেয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন চাচাশ্বশুর রুহুল আমিন (৩৭)।

গতকাল রবিবার রাত ১০ টা থেকে আজ সোমবার দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বেলগাছি পূর্বপাড়া গ্রামে রুহুল আমিনের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন

সামসুর নাহার।

স্থানীয়রা জানান, সামসুর নাহার বেলগাছি বাজার এলাকার প্রবাসী শরিফুল ইসলামের সাথে পারিবারিক বিয়ে হয় তার। দাম্পত্য জীবনে তাদের স্কুলপড়ুয়া দুই ছেলে ও মেয়ে রয়েছে।

সামসুর নাহারের স্বামী কুয়েত প্রবাসী হওয়ায় চাচাশশুর সুবাদে তার অবাধ যাতায়াত ছিল। সম্পর্কে রুহুল আমিন সামসুর নাহারের চাচাশ্বশুর। এক পর্যায়ে সামসুর নাহার ও রুহুল আমিনের মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

গত ৩ দিন আগে গভীর রাতে বাড়ির পেছনে রুহুল আমিনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয় সামসুর নাহারের। স্ত্রীর অবৈধ এমন মেলামেশা নিজ চোখে দেখে ফেলেন স্বামী শরিফুল ইসলাম। ইতিপূর্বে তাদের অবৈধ সম্পর্কে মেলামেশার আগে তার স্বামী শরিফুলকে ঘুমের ঔষধ খাওয়াত সামসুর নাহার। পরে স্ত্রীর সঙ্গে আর সংসার করবেন না বলে জানান তিনি।

এ ঘটনার পর সামসুর নাহার বিয়ের দাবিতে চাচাশ্বশুর রুহুল আমিনের বাড়িতে অনশনে বসেন। এ ঘটনার পর থেকে রুহুল আমিন পলাতক।

সামসুর নাহার বলেন, রুহুল সম্পর্কে আমার চাচাশ্বশুর। প্রেমের ফাঁদে ফেলে তিনি আমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছেন। বিষয়টি আমার স্বামী নিজ চোখে দেখেছেন। তাই আমার সংসার ভেঙে গেছে। বিষয়টি সে নিজেও জানে। তার কথা মতেই আমি বাড়ি থেকে তার বাড়িতে বিয়ের জন্য এসেছি। সে ফাঁকি দিয়ে ঢাকায় চলে গেছে। সেকারণে এখন আমি বিয়ের দাবিতে রুহুলের বাড়িতে অনশন করছি। বিয়ে না করলে তার ঘরেই আত্মহত্যা করবো।

রুহুলের বড় বোন বলেন, বিয়ের জন্য গতকাল রবিবার রাত থেকে আমাদের ঘরে অবস্থান করছেন সামসুর নাহার। আমার ভায়ের বউ ও ছেলে রয়েছে। সে ঢাকাতে ঠিকাদারি কাজ করেন। সামসুর নাহার ফাঁদে ফেলে এখন বিয়ের জন্য বসে রয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমার ভাই বাড়িতে না আসায় এ বিষয়ে কোনো সুরাহা হচ্ছে না। মেয়েটিকে নিয়ে এখন আমরা বিপদে আছি।

আলমডাঙ্গায় ফুটপাত দখল করে ব্যবসা; পাঁচ মালিককে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করায় পাঁচ দোকান মালিককে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ সোমবার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস। তাঁকে সহযোগিতা করেন আলমডাঙ্গা থানা-পুলিশের একটি দল।

আদালত সূত্রে জানাযায়, সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পৌর শহরে কাঁচাবাজার মনিটরিং করছিলেন। হলুদপট্রি নামক এলাকায় কয়েকটি ক্রোকারিজ ব্যবসায়ী ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন। এতে সাধারণ মানুষ যাতায়াত বিগ্ন ঘটছিল।

এমন সংবাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস দুই দোকান মালিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় অন্যান্য মালিকেরা দোকান বন্ধ করে সটকে পড়েন। এছাড়া তিনটি হোটেল মালিককে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস বলেন, অবৈধভাবে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসায় করায় ব্যবসায়ীদের সর্তকতামূলক জরিমানা করা হয়েছে। এসময় তিনটি হোটেল মালিককেও জরিমানা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় দ্রুত কমেছে তাপমাত্রা; জেঁকে বসেছে শীত

চুয়াডাঙ্গায় অগ্রহায়ণের শেষে এসে শীত জেঁকে বসেছে। দ্রুত কমেত শুরু করেছে তাপমাত্রা। একদিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা কমেছে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর দিকে থেকে আসা শীতল বাতাস শীতের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক তহমিনা নাসরিন জানান, গত রবিবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ৬টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। ওই দিন সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের তাপমাত্রা ছিল ৯২ শতাংশ।

আজ সোমবার (১১ ডিসম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস,বাতাসের আর্দ্রতা রয়েছে ৯১ শতাংশ। এদিন সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সে সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান বলেন,ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এ জেলার ওপর দিয়ে মাঝারি থেকে তীব্র আকারের একটি শত্য প্রবাহ বয়ে যেত পারে।

হঠাৎ তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারনে দুর্ভোগ বেড়ে গেছে মানুষের। বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ বিপাকে পড়ছেন। হাসপাতাল গুলোতে ঠান্ডা জনিত রোগীর সংখ্যা বেড় গেছে। বয়স্ক ও শিশুরা নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। কুয়াশার কারনে সড়ক গুলোতে যানবাহন হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে।

জীবননগরে ভেজাল মধু বিক্রি, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ভেজাল মধু বিক্রি করায় খন্দকার সুন্নাহ কালেকশনস নামে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার ১টা ৩০ মিনিটের সময় জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্র ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা আদায় করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজিব পাল জানান,

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খন্দকার সুন্নাহ কালেকশনস থেকে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ল্যাবে পরীক্ষার জন্য মধুর স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষায় মধু ভেজাল বলে প্রমাণিত হয়। ল্যাব রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তিথি মিত্রের নেতৃত্বে খন্দকার সুন্নাহ কালেকশনসে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এসময় ভেজাল মধুসহ পণ্যের গায়ে লেবেল না থাকা, মেয়াদোত্তীর্ণ ও বিএসটিআইয়ের অনুমোদন না থাকার সত্ত্বেও পণ্য বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব অপরাধের দায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর একটি ধারায় প্রতিষ্ঠানের মালিক নয়ন খন্দকারকে ১৫ হাজার টাকা জরিমান করা হয়।

অভিযানে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি দল ও উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আনিছুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র বলেন, ভেজাল মধু বিক্রির দায়ে নয়ন খন্দকারকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আর ভেজাল মধু, দোকানে থাকা মেয়াদোত্তীর্ণ ও বিএসটিআইয়ের অনুমোদন না থাকা পণ্য জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে চুয়াডাঙ্গা বিএনপির মানববন্ধন

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপিসহ সহযোগি সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে জেলা বিএনপির আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে প্রায় ঘন্টা ব্যাপি জেলা বিএনপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। মানববন্ধনে প্রধান অতিথি

এ্যাডভোকেট মানি খন্দকার বলেন, দেশে ভোট, ভাতের, কথা বলার অধিকার নেই। গত ১৫ বছরে বহু নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের খুন গুম করা হয়েছে। তাদের পরিবার রাজপথে কান্নাকাটি ও বিচার চেয়েও কোন কিছু হয়নি। মানবাধিকার কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা দেশে গণতন্ত্র চায়।

জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ও জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য রউফুন নাহার রিনা সভাপতির বক্তব্যে বলেন, পুলিশ আমাদের মহিলা নেত্রীসহ অনেক নেতাকর্মী সরিয়ে দিয়েছে। তারা গালাগালি করেছে। আর আমাদের ১০ মিনিটের মধ্যে প্রোগ্রাম শেষ করতে বলেছে। আমরা কোন দেশে আছি, দেশে কোনো আইনের শাসন নেই, গণতন্ত্র নেই।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের সদস্য আবু বক্কর সিদ্দীক, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক জাহানারা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরিন আক্তার, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক শিরিন জামান, জেলা মহিলা দলের দপ্তর সম্পাদক ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মহিলা দলের বর্ণি আক্তার, জীবননগর উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি পেয়ারা বেগম, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রেবেকা সুলতানা প্রমুখ।

পরে জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন কয়েক জন নেতা কর্মীকে সাথে নিয়ে মানববন্ধন স্থলে আসেন। তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গায় কোন হরতাল, মানববন্ধন, অবরোধসহ অন্য কোন কিছু করতে দেবনা। যে দলের কোন অস্তিত্ব নেই সেই দল কোন কর্মসূচি পালন করতে পারবেনা, আমরা প্রতিহত করবো।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত

সবার জন্য স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়বিচার” প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে দিবসটি উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এসে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন, মানবাধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈষম্য মূলক সমাজ বির্নিমাণে সরকার প্রতিশুতি বদ্ধ। মানবাধিকার সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলকে কাজ করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে যেন এর সুফল পায় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তারা যেন ন্যায় বিচার পায়। সকালের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান (পিপিএম-সেবা), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম-সেবা সহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ এবং বিভিন্ন দপ্তরের অফিস প্রধানগন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে পেঁয়াজের দাম কমালো ব্যবসায়ীরা

আলমডাঙ্গার কাঁচাবাজার ও আড়তে অভিযান চালিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ চুয়াডাঙ্গা অধিদপ্তর। এসময় অভিযানের খবর পেয়ে খুচরা পেয়াজ ব্যবসায়ীরা কেজিতে ৫০-৬০ টাকা দাম কমিয়ে বিক্রি করতে দেখা যায়। এসময় পণ্যের মুল্যতালিকা না থাকা ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করার অপরাধে চার প্রতিষ্ঠানকে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।